দৈনিক সংবাদ

21 APR 1988

পৃষ্ঠা .... ৫ কলাম ১

165

আত্মোপলব্ধি এবং মূল্যায়নের আলোকে স্থাপত্য শিক্ষণ ও চর্চার পঁচিশ বছর

রবিউল হুসাইন

স্থাপত্য শিক্ষা :

অন্যান্য পেশার চেয়ে নতুন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম এই স্থাপত্য শিল্পেরচর্চা ও শিক্ষা আমাদের দেশে প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ চলছে। সামগ্রিকভাবে এই চর্চা ও শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সালতামামির আলোকে এই নিবন্ধ রচনা করা হয়েছে। আত্মসমালোচনার ভেতর দিয়ে এই শিল্পের মূল্যায়ন, ভিত্তি ও উন্নতি এখন কোন পর্যায়ে উপস্থিত তার এক বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের জন্ম হয় ১৯৬১ সালে। ন্যূনতম দুইটি অনুষদের একটি অন্যতম পরিপূরক অনুষদ হিসাবে এবং ঐ বছর থেকেই আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। স্থাপত্য শিক্ষা যেহেতু এদেশে নতুন তাই আমেরিকার টেক্সাস এ এণ্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য আমেরিরিকার নিবেদিত প্রাণ কিছু শিক্ষক এদেশের এই সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষাক্রমে যোগদান ও স্থাপত্য শিক্ষা প্রসারের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের দোতলায় দক্ষিণ দিকের মধ্যভাগে দুটি তিনটি কক্ষ নিয়ে এই স্থাপত্য অনুষদের জয়যাত্রা শুরু হয়। অনুষদের সবাই ছিলেন আমেরিকান শিক্ষক, তবে স্বদেশীয় খণ্ডকালীন কয়েকজন শিক্ষকও তাদের সাথে ছিলেন। এসবই এখন ইতিহাস অন্তর্গত ঘটনাবলী। আজ এই মহার্ঘ মুহূর্তে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সেই সব ছাত্রপ্রিয় বিদেশী শিক্ষকবৃন্দকে যারা এইদেশে প্রথমবারের মতো আধুনিক স্থাপত্য শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। রিচার্ড ব্রুম্যান, ড্যানিয়েল ডানহাম, ওয়ালডেন, ইয়ার্ডলী, ল্যাংফোর্ড, এক্রশী, মিসেস ডোনাল্ডসন প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এই স্থাপত্য অনুষদের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারে যে অবদান রেখে গেছেন তা এক কথায় অনন্য সাধারণ। বিশেষ করে এই স্থাপত্য অনুষদের প্রথম ডীন ও প্রধান শিক্ষক রিচার্ড ব্রুম্যানের অবদান আমরা কখনো ভুলতে পারি না। তাঁর মতো ছাত্র বৎসল, স্বল্পবাক, ধৈর্যশীল, নিরহঙ্কার, পরিশ্রমী অনুভূতিশীল শিক্ষা গুরুর তুলনা পাওয়া ভার। হিসেবে হঠাৎ আসন পরিবর্তন হয়তো অমোঘ কোন আমলা শাসিত লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ছিল, তবু আমাদের ছাত্র জীবনের তার বেদনাদায়ক মন—ভাঙ্গার দৃশ্য খুবই বিচলিত করেছিল।

ততোদিনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনে, বিশাল বিশাল রেইনট্রি ঢাকা রাস্তার এপাশে বিরাট পুকুরটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। পরে জানতে পারলাম যে ওখানে স্থাপত্য অনুষদের নতুন শিক্ষাভবন তৈরী হবে। ব্রুম্যান সাহেব নিজেই ডিজাইনের ভার নিয়েছেন। বাংলাদেশের কোন ভবনের দুইদিকে অর্ধবৃত্তাকার এমন সুউচ্চ দেয়াল এবং দু'দিকের বারান্দার আয়তাকার বড় বড় ছিদ্র বিশিষ্ট রেলিং-এ পোষ্টার সাঁটা বা শ্লোগান লেখা অসম্ভব, এ রকম পরিকল্পনা সমৃদ্ধ শিক্ষা ভবন দেখা যায় না।

॥ দুই ॥

একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। স্বকীয়তা ও স্বরূপের সন্ধানে ঐতিহ্য, সাংস্কৃতির-চর্চা বর্তমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যা ঔপনিবেশিক আমলে অনুপস্থিত ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর ছাপ পড়তে বাধ্য। আমাদের আমলের শিক্ষাক্রমে এই দেশীয় স্বকীয়তার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উহ্য ছিল। যা ছিল তা হলো, এক ধরনের ইউরোপীয় মনোভঙ্গির আন্তর্জাতিকতাবাদ, শেকড়হীন স্থাপত্য শিক্ষাক্রম। কিন্তু এখন অনুষদে নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে ঐতিহ্য সন্ধানী স্থাপত্য শিক্ষা প্রচেষ্টা যা নিঃসন্দেহে অনুষদে নতুন এবং সৎ প্রচেষ্টা। আমরা যারা বাইরে স্থাপত্য পেশায় জড়িত আমাদের কাছে ছাত্ররা মাঝে মধ্যে বিশেষ করে থিসিসের সময় নতুন প্রকল্প সম্বন্ধে জানতে আসেন তখন আমরা স্থাপত্যে এই স্বরূপ সন্ধানের কথা বলে থাকি। এসব কারণ নেপথ্যে কাজ করেছে কিনা জানি না, তবে সম্প্রতি ছাত্রদের কিছু প্রকল্প আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে তাতে আমরা খুবই আশাবাদী,—স্থাপত্য ডিজাইনে দৈশিক স্বরূপ ও ঐতিহ্যের এই ভিন্নমাত্রার সংযোজন দেখে। আশা করি এই সংযোজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে স্থাপত্য শিক্ষাক্রমে। রূপলাল ভবন, শাঁখারী বাজার প্রকল্প-ইস্কাটনের মন্ত্রী পল্লী প্রকল্প, গুলোর উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে।

পৃথিবীব্যাপী একদা উপনিবেশ শাসিত দেশসমূহের স্বাধীনতা লাভের পর সঠিক বলে বিবেচিত এবং আশ্চর্য রকমভাবে তা স্থাপত্যে সাম্প্রতিকতম মতবাদ আধুনিকোত্তর স্থাপত্যের অনুরূপ ও অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কখনোই পিছনে পড়ে থাকছি না। বরং আন্তর্জাতিক স্রোতধারায় ভেলা ভাসিয়েছি।

এছাড়া আরো বলা যায় যে, বাইরে যে সব স্থপতি পেশায় সৎ তাদেরকে অনুষদে নিয়ে আসার সহজ সুযোগ এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা থাকা উচিত। তত্ত্ব ও বাস্তবচর্চার পারস্পরিক হার্দ্য মতবিনিময়ের কারণে ছাত্রদের প্রভূত উপকার হবে বলে মনে করি।

॥ তিন ॥

বাংলাদেশে স্থাপত্য পেশা আজকাল একটি প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানজনক পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এই বিশেষ পেশাটির বয়স তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পেশার চেয়ে কম। ১৯৬১ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিভাগ খোলার পর এ দেশে প্রথম স্থাপত্য শিক্ষার প্রচলন হয়। তদান্তীন পাকিস্তানে স্থপতিদের কাজ সাধারণত বিদেশী স্থপতি দিয়ে করানো হতো। এদেশের অনেক দালান কোঠা সে আমলের তৈরী। যদিও আমাদের স্থাপত্য ঐতিহ্য অতিপুরাতন কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রসূত এই স্থাপত্য শিল্প সদা সর্বদা শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলতায় গড়ে ওঠে।

তবে যাই হোক, এখন যেমন করে পৃথিবীর প্রতিটি একদা ঔপনিবেশিকাক্রান্ত দেশের বেলায় ঘটেছে। পাকিস্তানী আমলেও এই আরোপিত ধারা জারি ছিল। তার কারণে বলা যায় সে সময়ে যথার্থ শিক্ষিত স্থপতি ছিল না বললেই চলে এবং শাসন কর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব অর্ধশিক্ষিত স্থপতি নামধারী পেশাজীবী দালান কোঠার সিংহভাগ রচনার দায়িত্বে ছিলো সরকারী বা বেসরকারীভাবে, তাদের দ্বারাই তৈরী হয় আধুনিক ঢাকার নগর বিন্যাস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে সারাসেনিক বা ভিক্টোরীয় রীতির দালান কোঠা তৈরী হয় যা আরোপিত রূপারোপ হলেও তা ছিল গঠন শৈলীতে সৎ। কিন্তু পাকিস্থানী আমলে সে রূপটি অনুপস্থিত, তার বদলে আমরা পেয়েছি অসম্পূর্ণ, হাতমসকো করা এক ধরনের অসৎ ও অগভীর চিন্তাপ্রসূত দালান কোঠা, যা আমরা মতিঝিল ধানমণ্ডির দালান কোঠায় দেখতে পাই। আমাদের দেশের রাজনৈতিক অধিকারের অভাব ও দেশীয় স্থপতিদের অনুপস্থিতি এই সর্বনাশের সূচনা হয়। কিন্তু সে আমলে কিছু বিদেশী স্থপতিদের দ্বারা ডিজাইনকৃত দালান কোঠা এদেশে আধুনিক স্থাপত্যের মনোমুগ্ধকর গঠন শৈলী, স্থানিক উপযুক্ততা তৈরীর এক সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করে যার দ্বারা জনসাধারণ প্রথমবারের মতো এই স্থাপত্যবিদ্যার উপযোগিতা বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে। ঠিক এ সময়েই প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন হয়।

এর মধ্যে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের দেশের স্থপতিরাও ফিরে আসেন এবং স্থাপত্যকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। বিদেশী স্থপতিদের করা দালান কোঠা যেমন, কমলাপুর রেল ষ্টেশন, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন, নটরডেম কলেজের শিক্ষকাবাস, কুমিল্লার গ্রাম উন্নয়ন একাডেমী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এসব আধুনিক স্থাপত্য নিদর্শনে আন্তর্জাতিকমান এদেশে প্রথমবারের মতো অনুসারিত হয়। এইসব ভবনের স্থপতিদের ভেতর ছিলেন পল রুডলফ, রিচার্ড নিউট্রা, টাইগারম্যান, ডক্সিয়াডিস প্রমুখ বিশ্বখ্যাত স্থপতি। যদিও দৈশিক কার্যকারিতা উপকরণ বা ঐতিহ্যগত লক্ষণ এই সবে দেখা যায় না তবুও স্থাপত্য কর্মগুলো সৎ ও স্থাপত্য ব্যাকরণের সঠিক নিয়মানুযায়ী গঠিত। এসময়টি স্থাপত্যের আধুনিকতায় প্রথম চারিত হয় বলে এটি স্থাপত্য বিবেচনায় খুব উল্লেখযোগ্য প্রহর। এদেশের স্থপতিদের মধ্যে এ সময়েই স্থপতি মাজহারুল ইসলাম সর্বপ্রথম আধুনিক স্থপতিদের পথিকৃৎ হয়ে তার বিখ্যাত পাবলিক লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার, আর্ট ইন্সটিটিইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, নিপা ভবন, মতিঝিলের কৃষি ভবন জীবন বীমা এবং কিছু আবাসিক ভবনের নক্সা করেন। বস্তুত তিনিই এদেশের প্রথম আধুনিক স্থপতি যিনি স্থাপত্যের আন্তর্জাতিকতাবাদের আবার নিজের দেশের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক সূত্র এবং তার সাথে স্থাপত্য উপকরণ, উপযোগিতা গঠনশৈলীর পথিকৃৎ। এর ভেতর এদেশে একটি স্থাপত্যের বিশেষ ঘটনা ঘটে তা হলো আমেরিকার স্থপতি লুই কানের শেরে বাংলা নগর পরিকল্পনা। মাঝের বিশাল সংসদ ভবনটি মধ্যমণি হিসেবে তার আশপাশে সংসদ সদস্যদের জন্য নির্মিত বাসস্থান, কৃত্রিম হ্রদ, নিসর্গ সবমিলে রাজধানী ঢাকাতে একটি অনুপম স্থাপত্য নিদর্শন যা যারা বিশ্বে বিংশ শতাব্দীতে তৈরী বিশটি ভবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভবন-হিসেবে পরিচিত। মূলত এই ভবন এবং প্রাগুক্ত ভবন সমূহ দিয়েই এদেশে স্থাপত্য নিদর্শনে একটা জোয়ার আসে ও আধুনিক স্থাপত্য সম্বন্ধে জনমনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

॥ চার ॥

যাই হোক তরুণ স্থপতিরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তা সে ঢাকা বা ঢাকার বাইরে বাসগৃহ, আপিস ভবন, কোন বিশ্বব্যাঙ্ক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক দ্বারা লগ্নীকৃত যেকোন প্রকল্প হোক না কেন। বলা যায় বাংলাদেশে অন্যান্য পেশার মতো এই স্থাপত্য পেশা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর। আমাদের স্থপতিরা যে কোন ধরনের দালান আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নক্সা করতে সক্ষম। কোন কোন স্থপতি ড্রইং টেবিল বাদ দিয়ে কম্পুটারের সাহায্যেও ড্রইং এবং আপিস চালাচ্ছেন। এদের প্রতি কোন কারণে ছোট করে দেখার হীনমন্যতা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপের কোন যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা নেই। মনে রাখা দরকার স্থাপত্য শিল্প যথার্থ একটি অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতামুখী বাণিজ্য ও সৃষ্টিশীলতার মিশেলে স্থান ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রক শিল্প। দেশ যেখানে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ সেখানে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ কোনভাবেই পূর্ণতা পেতে পারে না। স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়ন মানেই সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বলা যায় এটি একটি উন্নয়নের এক ধরনের বিশ্বস্ত মাপকাঠি।

॥ পাঁচ ॥

স্থপতি ইন্সটিটিউটের দায় দায়িত্ব পালনের এযাবৎ আত্মসমীক্ষার দিন এসেছে আজ। বিশটি বছর তো কম সময় নয়। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় আমরা কি করতে পেরেছি। এজন্য আমরা সবাই দায়ী। দায়ী আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, ব্যক্তিত্ব যুদ্ধ, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, অলসতা এবং দূরদৃষ্টির অভাব আমাদের গ্রাস করেছে।

পেশাগত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তত্ত্বগত অনুশীলনেরও প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে পাস করার পর। খুব আশার কথা অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এরকম উৎসাহী স্থপতিবৃন্দ মিলে পাঠচক্র গড়ে তুলেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায় চেতনার নাম। তরুণ স্থপতিরা স্থাপত্য পেশাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে, এসব তারই প্রমাণ। এইরূপ পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা যত হবে ততই স্থপতিদের জন্যে মঙ্গল।

(সংক্ষেপিত)